যায়যায়দিন

তারিখ 11 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতি

গুণগত পরিবর্তন দরকার

'আওয়ামী লীগের হাত ধরেই এদেশের রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন হবে'— দ্বিতীয়বারের মতো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপরোক্ত মন্তব্যটি করেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পরপরই প্রথম সংবাদ সম্মেলনে একই মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা। দিন কয়েকের ব্যবধানে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনে প্রধানমন্ত্রী দু'বার মন্তব্য করায় তার সরকার যে এ বিষয়ে আসলেই পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর তা সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন একটি ব্যাপক বিষয়। ১৯৭১-এ দেশ স্বাধীনের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল তা খুব একটা সুখকর নয়। পারস্পরিক অবিশ্বাস, হানাহানি, ছালাও-পোড়াও, হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, হরতাল, অবরোধসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ যেন বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজনীতিতে পেশিশক্তির আবির্ভাব, সন্ত্রাস, কালো টাকা, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনকে ব্যবহার হয়ে পড়েছিল উন্মুক্ত। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না। রাজনীতি হওয়া উচিত ছিল জনগণের জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের অসহিষ্ণুতার কারণে বাংলাদেশের রাজনীতি কখনো সহনশীল অবস্থায় আসেনি। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা যেন ঐতিহ্য হয়ে গিয়েছিল।

এসব বিষয়ে পরিবর্তন দরকার ছিল দেশ ও জনগণের সত্যিকার উন্নয়নের স্বার্থে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেজন্যই হয়তো দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে বারবার রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের কথা বলছেন। কিন্তু নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর ছাত্র রাজনীতিতে যেভাবে অভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে গুণগত পরিবর্তন কতোটা সম্ভব তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

গত কয়েকদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখল, পাল্টা-দখলের যে রাজনীতি চলছে তা উদ্বেগজনক। হল দখলে রাখা বা নতুন করে হল দখল করতে গিয়ে রাতভর সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অস্থিরতার দায়ভার নিশ্চিতভাবে সরকারি দলের ওপরই পড়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিতে যে গুণগত পরিবর্তনের কথা বলছেন, ছাত্র রাজনীতি তার বাইরে নয়। রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে হলে ছাত্র ও শ্রমিক রাজনীতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র ও শ্রমিকরা যেভাবে রাজনীতি করছে তাতে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের স্লোগান শুধু মুখে মুখে ফিরবে, বাস্তবায়িত হবে না।

ছাত্রনেতাদের ভাবতে হবে, বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল। বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্ররা অতীতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৯০-এর গণআন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ছাত্ররা তাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ রেখেছে। এর বিপরীতে একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই ছাত্ররা এখন যা করছে তা তাদের আগের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা চাই ছাত্ররা অবশ্যই রাজনীতি করবে, তবে তাদের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে থাকবে সহাবস্থানের মানসিকতা। শিক্ষার অধিকার আদায় হবে তাদের আন্দোলন, হল দখল কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের দমন তাদের আন্দোলন হতে পারে না। আমরা আশা করবো ছাত্রসমাজ- দেশের প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের অঙ্গীকার উপলব্ধি করে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনবে এবং ছাত্র রাজনীতিতে একটি সুস্থ মানসিকতা ফিরিয়ে আনবে।